তারিখ . 26 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ..১০.. কলাম ....৬....

সংবাদ

চিলমারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, চিলমারী (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ ও বিদ্যালয় সংস্কারসহ বিভিন্ন অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), এর সাব-কম্পোনেন্ট এ উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (ইউপেপ) এর মাধ্যমে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চিলমারীর জন্য ৫০ হাজার টাকার বরাদ্দ আসলেও অদ্যবধি সে অর্থের কোন উপকরণ ক্রয় কিংবা বিতরণ করা হয়নি। একই উদ্দেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে যা জুন/১৫ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করার কথা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ কিংবা উপকরণ বিতরণ এসবের কিছুই করা হয়নি। নিয়মানুযায়ী উপজেলা শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে উপকরণ ক্রয় করে তা চিহ্নিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করার কথা। কিন্তু, দুই অর্থ বছর মিলে মোট এক লাখ টাকা কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে কোন প্রকার উপকরণ ক্রয় কিংবা বিতরণ ছাড়াই উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলাম সমুলে আত্মসাৎ করেছেন মর্মে জানা গেছে। এছাড়াও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের নামে প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিপরীতে ১ লাখ টাকা করে মোট ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল যা উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের যোগসাজশে নামে মাত্র সামান্য কাজ করে সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের প্রত্যয়ন পত্র ছাড়াই উপজেলা প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করে ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে বেশিরভাগ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। সে সময়ে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে কথা হলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলাম জানান, আমি কোন অর্থ আত্মসাৎ করিনি, বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকা করে আনুষ্ঠানিকভাবে উপকরণ বিতরণ করা হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপকরণ ক্রয়ের বরাদ্দ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে শিক্ষা অফিসার আমাকে অবহিত করেনি।

দুই অর্থ বছরেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়নি